এনডিএর প্রসার

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

লোক জনশক্তি পার্টির রামবিলাস পাসোয়ান বিজেপির সঙ্গে জোট গঠন করে এনডিএতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একইসঙ্গে রাজনীতিক নেতাদের একটা বড় অংশ , বিশিষ্ট নাগরিক ও বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীও বিজেপির দিকে সমর্থনের হাত বাড়িয়েছে, হয় দলে যোগ দিয়ে নয়তো এনডিএ জোটে সরিক হয়ে। বিজেপি, এনডিএ, ও নরেন্দ্র মোদীর প্রতি এই সমর্থন স্পষ্টতঃই দৃশ্যমান।

এনডিএ র সঙ্গে থাকা রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাব হয়তো নির্ধারিত রাজ্যে আবদ্ধ, কিন্তু তাদের যোগদান বৃহৎ রাজনৈতিক বার্তা দিচ্ছে। যখন বিজেপি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিল , তখন মিডিয়ার কিছু বন্ধু ও রাজনৈতিক পরিদর্শকের মত ছিল জোটসঙ্গী পেতে এবার অসুবিধায় পড়বে বিজেপি। তারা মনে করেছিল রাজনৈতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে বিজেপি। কিন্তু জনসমর্থন যেভাবে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ছে সেখানে বিচ্ছিন্নতার কোনও প্রশ্নই আসেনা।দুর্বল বিজেপির তুলনায় শক্তিশালী বিজেপির বন্ধু আকর্শনের ক্ষমতা আরও বেশি। বিজেপির র‍্যালিগুলিতে মানুষের উপছে পড়া ভিড়ই খুব পরিষ্কার বার্তা দিচ্ছে যে হাওয়া কোনদিকে বইছে। গুজরাট , কর্নাটকের মত রাজ্যে যেখানে অনেকেই বিজেপির সঙ্গ পরিত্যাগ করেছিল তারাও আবার ফিরে আসছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, বিহার, তামিলনাড়ুতে আমাদের জোটসঙ্গী খুবই তাৎপর্যপূর্ন। বেশ কিছু রাজ্যে ভোটের আগে নির্বাচনী জোট ও ভোটের পরে রাজনৈতিক জোট দুইই সমভব।

আমি সবসময়ই বিশ্বাস করি যে শক্তিশালী বিজেপি শক্তিশালী এনডিএ গঠনে সাহায্য করবে। কিকরে এনডিএ কে আরও শক্তিশালী করা যায় তার শিক্ষা নিতে হবে অটলজির বই থেকে। ১৯৯৬ এ তিনদলের এনডিএ ১৯৯৮ এ ২৪ দলের এনডিএ তে পরিণত হয়েছিল। আঞ্চলিক দলগুলির জোট গড়তে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার। আজকের দিনে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল জোটসঙ্গীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের একটা সামাজিক চরিত্র। এসব কিছুই একটা পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে।